সমকাল

তারিখ 24 DEC 2017
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ৪

জাবি রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট নির্বাচন নিয়ে বাকবিতণ্ডা

■ জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন্ন সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিতর্কিত ও অনৈতিক দাবি নিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামকে শাসানো ও আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে আওয়ামীপন্থিদের একাংশের প্যানেল 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল জোট'-এর বিরুদ্ধে। এতে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়েছেন অন্য প্রার্থীরা। তারা এটিকে দেখছেন নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত করার পাঁয়তারা হিসেবে। জানা যায়, নির্বাচনী প্রচারের জন্য ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিধি ভঙ্গ করে সংগ্রহ করে এই প্যানেলটি। এ নিয়ে গত ২১ ডিসেম্বর দৈনিক সমকালে 'বিধি ভেঙে ভোটারদের তথ্য চুরির অভিযোগ' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়, যা নিয়ে এখন পর্যন্ত তদন্ত সাপেক্ষে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কিন্তু এ বিষয় নিয়েই উল্টো প্যানেলটি উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামকে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় তাদের সঙ্গে বসতে বাধ্য করে। বৈঠকে ওই সংবাদে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে এই প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপাচার্যকে বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। তখন উপাচার্য বলেন, 'প্রকাশিত ওই সংবাদে যদি কোনো ভুল তথ্য থাকে তাহলে পত্রিকার নীতিমালা অনুযায়ী আপনারা প্রতিবাদ করুন। উপাচার্যের এমন পরামর্শে তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উত্তপ্ত ভাষা দিয়ে উপাচার্যকে শাসাতে থাকেন। এই প্যানেলের প্রার্থী মোতাহার হোসেন মোল্লা উপাচার্যকে উদ্দেশ করে বলেন, 'আপনি এ ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করার কারণে প্রতিনিধির বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না?

উপাচার্য তখন বলেন, 'আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে এভাবে বলতে পারেন না। এ নির্বচনের জন্য আলাদা নির্বাচন কমিশনার আছেন। আপনারা তাকে বিষয়টি অবহিত করুন।'

অন্যদিকে এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন আওয়ামীপন্থিদের আরেক প্যানেল 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল গ্র্যাজুয়েট মঞ্চ' ও বিএনপিপন্থিদের 'স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, বহুদলীয় গণতন্ত্র ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী' প্যানেলসহ স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।

জবিতে সমাবর্তন হয়নি এক যুগেও

■ জবি প্রতিনিধি

উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে কালো গাউন পরে সমাবর্তনের মাধ্যমে মূল সনদ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের স্বপ্ন প্রতিটি শিক্ষার্থীর। তবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একযুগেও পূরণ হয়নি সেই স্বপ্ন। প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষার্থীর সমাবর্তন নিয়ে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে কালক্ষেপণ করছে কর্তৃপক্ষ। সমাবর্তন ছাড়াই সাময়িক সনদ নিয়েই ক্যাম্পাস ছাড়তে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, 'যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে গেছেন তাদের নিয়ে বেশি চিন্তিত না আমরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে বেশি নজর দিচ্ছে প্রশাসন। আর সমাবর্তন আয়োজনে যথেষ্ট জায়গা নেই আমাদের। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি ছাড়াও হাজার হাজার মানুষ আসেন। পুরান ঢাকার ঘিঞ্জি এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্প জায়গা বা খেলার মাঠে সমাবর্তন আয়োজন সম্ভব না। তাছাড়া এখানে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার একটা বিষয় আছে।'

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ ক্যাম্পাস নির্মাণ হবে কেরানীগঞ্জে। জমি অধিগ্রহণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ও রাজউকের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে এখন তা। স্বল্প সময়ের মধ্যে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। এ পরিস্থিতিতে ২০১৮ সালে সমাবর্তন আয়োজনের কোনো পরিকল্পনা আছে কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি অধিগ্রহণের পরেই সমাবর্তনের আয়োজন করা হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ২০০৫ সালে জাতীয় সংসদে এক আইন পাসের মাধ্যমে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তরিত হওয়া জগন্নাথ কলেজের ২০০৩-০৪ এবং ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় সেই সময়। সে অনুযায়ী ২০০৩-০৪ এবং ২০০৪-০৫ বর্ষের সনাতন পদ্ধতির স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ ১৯২৭১ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ পাবেন। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের ২২৬৪, ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের ২১৯১, ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের ১৬০৪, ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের ১৭৯৩, ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের ১৯৩৬, ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের ১৮২৩, ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের ১৫০৮ শিক্ষার্থী স্নাতক শেষ করেন। এ হিসাবে সমাবর্তন প্রত্যাশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৫ হাজার ছাড়িয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করা এসব শিক্ষার্থীর জন্য প্রশাসন সমাবর্তনের আয়োজন করেনি। বরং ২০১৪ সালের ১৬ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নোটিশে শিক্ষার্থীরা মূল সনদ নিতে পারবেন বলে জানানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে সময় সমাবর্তন আয়োজনে অভিজ্ঞ লোকের অভাব বলে জানিয়েছে। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সমাবর্তন আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা সংকটকে অজুহাত হিসেবে দেখিয়েছে।

শিক্ষার্থীরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে বড় চাওয়া, আনুষ্ঠানিকভাবে একটা কালো গাউন আর সনদ। যে যার মতো সনদ নিয়ে চলে যাবেন, এটা কাম্য নয়। সমাবর্তন প্রত্যাশী শিক্ষার্থীদের দাবি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে প্রতিষ্ঠিত এমন বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও হয়েছে। সেখানে রাজধানীতে অবস্থিত হয়েও সমাবর্তন হচ্ছে না জবিতে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সমাবর্তন আয়োজনের সদিচ্ছা থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠেই আয়োজন করা সম্ভব তা।